উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লক্সে গাইনি বশিষেজ্ঞ ও সজিাররে অভাবে প্রসূতদিরে জীবন বপিন্ন

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 18 November 2026, 10:19 AM | বভিাগ: সারাদশে



১৪টি ইউনয়িন নয়িে গঠতি নওগাঁর একটি জনবহুল উপজলো মান্দা। এ বশিাল জনপদরে স্বাস্থ্যসবো নশি্চতি করতে ৫০ শয্যাবশিষ্টি একটি উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লক্সে থাকলওে সখোনে নইে কোনো গাইনি বশিষেজ্ঞ চকিৎিসক এবং সজিাররয়িান অপারশেনরে ব্যবস্থা। ফলে প্রসবকালীন জটলিতায় পড়া গর্ভবতী নারী ও তাদরে পরবিারগুলো প্রতনিয়িত চরম দুর্ভোগ ও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকরি মুখোমুখি হচ্ছনে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, উপজলোর বভিন্নি প্রান্ত থকেে প্রতদিনি শত শত সাধারণ মানুষ চকিৎিসার জন্য এখানে আসনে। কন্তিু গর্ভবতী নারীদরে নরমাল ডলেভিারি (স্বাভাবকি প্রসব) না হলে চকিৎিসকরা তাদরে তাৎক্ষণকিভাবে রাজশাহী মডেকিলে কলজে হাসপাতালে (রামকে) রফোর্ড করে দনে।

চকিৎিসা নতিে আসা ভুক্তভোগী ও দরদ্রি পরবিাররে লোকজন জানান, দনি এনে দনি খাওয়া এসব মানুষরে রাজশাহী পর্যন্ত গয়িে সজিাররয়িান অপারশেন করানোর মতো আর্থকি সামর্থ্য থাকে না।

এ বিষয়ে এক রোগীর স্বজন আক্ষেপ করে বলেন, "এত বড় হাসপাতাল, অথচ এখানে সিজারের কোনো ব্যবস্থা নেই। রোগী নিয়ে আসলে বলে রাজশাহী নিয়ে যান। আমরা গরিব মানুষ, রাজশাহী নিয়ে যাওয়ার মতো টাকা কই পাবো? দিন আনি দিন খাই, এত খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

উপজেলা সদরে ভালো মানের কোনো ক্লিনিক না থাকায় বাধ্য হয়ে অনেক গরিব পরিবার স্থানীয় মানহীন লোকাল ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বেশি খরচে সিজার করাচ্ছেন। এর ফলে মা ও নবজাতক উভয়েরই জীবনঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অপচিকিৎসা বা ভুল সিজারের কারণে রোগী মারা যায়, নয়তো বাঁচলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হন মায়েরা। এলাকার সচেতন মহলের দাবি, দ্রুত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারের ব্যবস্থা না করলে এমন দুর্ঘটনা আরও বাড়বে।

এলাকার সচেতন মহলের জোরালো দাবি, মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একজন দক্ষ গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়ন এবং সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হোক। এটি বাস্তবায়িত হলে অবহেলিত এই জনপদের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষগুলো স্বল্প খরচে ও নিরাপদে দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ পাবে।

এ বিষয়ে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মাহবুবুল আলম বলেন, "আমাদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোনো গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও সিজারের ব্যবস্থা নেই। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছি। তারা আমাদের অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।"

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোছাঃ আতিয়া খাতুন বলেন, "বিষয়টি আমি জানি। এ বিষয়ে সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেছি। তিনিও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।"

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গাইনি চিকিৎসক ও সিজারিয়ান অপারেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন, যাতে আর কোনো গরিব মায়ের জীবন বিপন্ন না হয়।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।